All PUBLISHED OP-ED OF Kazi Firoz Rashid, MP **WRITTEN BASED ON E-cigarette:**

1. Newspaper: Daily Bangladesh Today Published Date: 18 February, 2021

Writer: Kazi Firoz Rashid, Member of Parliament, Dhaka-6 constituency and former Minister and Member, Standing Committee on Ministry of Liberation War Affairs and Ministry of Civil Aviation and Tourism.



Thursday, February 18, 2021

E-cigarettes should be banned by amending the Tobacco Control Act

KAZI FIROZ RASHID

he health of the nation is very important in building a developed nation. Today's young future is the head of the country. We all know that the use of tobacco or tobacco products is deadly to health. And there is no alternative to the elimination of tobacco and tobacco products in health care. But because of the attractive presentation of e-cigarettes, the younger generation is more likely to fall victim to it, which could be detrimental to the nation.

The World Health Organization (WHO) has identified such products as harmful to the body, regardless of whether they are called heat-burn or e-eigarettes. According to the U.S. Surgeon General's report, ecigarette use can cause heart attacks, strokes and lung damage. The ingredients found in e-cigarettes are responsible for causing cancer, including paralysis of various cells in the body. E-cigarette liquids contain propylene glycol, glycerin, polyethylene glycol, various flavors and nicotine. As these chemicals heat up, they produce the same amount of formaldehyde as cigarette smoke, which causes irreparable damage to the blood circulation in the human body. According to a study by the Italian Ministry

of Health, e-eigarettes are harmful. Although young people use it for fashion, it can lead to the smoking habit of nonsmokers.

neighboring India. Many countries around the world have realized the dangers of using e-cigarettes, and 42 countries have already banned e-cigarettes altogether, while Many people suffer from indirect health another 56 countries have imposed

E-cigarettes have been banned in neighboring India. Many countries around the world have realized the dangers of using e-cigarettes, and 42 countries have already banned e-cigarettes altogether, while another 56 countries have imposed restrictions on e-cigarctte sales. According to the Global Adult Tobacco Survey 2017, 0.2 percent of people in Bangladesh use e-cigarettes, which can be controlled. In the interest of protecting our new generation, there is no alternative to banning e-cigarettes at the moment.

world is currently going through a crisis due to the Kovid-19 epidemie. The World Health Organization has identified tobacco as a contributor to coronavirus infection. After reviewing several studies by public health experts, the WHO said that smokers are more likely to be seriously ill with the Covid-19 infection than non-smokers. E-cigarette users are no exception.

effects as a result of direct smoking. The restrictions on e-eigarette sales. According to the Global Adult Tobacco Survey 2017. 0.2 percent of people in Bangladesh use ecigarettes, which can be controlled. In the interest of protecting our new generation. there is no alternative to banning ecigarettes at the moment.

There is no specific law in Bangladesh regarding the ban on e-cigarettes / heated tobacco / vaping tobacco or similar E-cigarettes have been banned in products. Since Bangladesh is dependent on

imports of electronic cigarettes and all related items and has not yet started making or producing it, it will be easy to ban it in this country and now is the right time to but it. The first and still the only example in the world - "Honorable Prime Minister Sheikh Hasina has dreamed and announced that Bangladesh will be tobacco free by 2040. But the use of e-cigarettes or similar products is increasing to be an obstacle in the way of realizing his dream or declaration.

Therefore, as a Member of Parliament, I would like to draw the attention of the Hon'ble Prime Minister to this matter and to protect the young society from this scourge of tobacco, it is imperative to amend the existing Tobacco Control Act and ban ecigarettes or similar products. Our little precaution and proper action will save the country's invaluable resource from the harm of tobacco - our young society.

Kazi Firoz Rashid: Member of Parliament, Dhaka-6 constituency and former Minister and Member, Standing Committee on Ministry of Liberation War Affairs and Ministry of Civil Aviation and Tourism.

2. Newspaper: Daily Janakantha Published Date: 10 February, 2021

> Writer: Kazi Firoz Rashid, Member of Parliament, Dhaka-6 constituency and former Minister and Member, Standing Committee on Ministry of Liberation War Affairs and Ministry of Civil Aviation and Tourism.



ऽ० त्यक्याति,



কাজী ফিরোজ রশিদ

উন্নত জাতি গঠনে জাতির স্বাস্থ্য অত্যন্ত প্রক্রন্তুপূর্ণ। আজকের তরুশ ভবিষ্যত দেশের কর্ণধার। আমরা সকলেই জানি বেশের ক্ষরতা । আবরা বক্ষরতার জার বে, তামাক বা তামাকজাত দুব্য ব্যবহার স্থান্থ্যের জন্য মারাত্মক ফতিকর। আর স্বাস্থ্যরক্ষায় তামাক ও তামাকজাত দুব্য বর্জনের বিকল্প কেভিড-১৯ মহামারীর কারপে সারা বিশ্ব বর্তমানে ভাত্তিকাল অতিক্রম করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, তামাককে করোনাভাইরাস সংক্রমণে সহায়ক হিসেবে চিক্লিত করেছে। এ বিশ্বয়ে জনসায়ক বিশেষজাদের একার্মিক গ্রেক্তার আদিক প্রেমার পর্যায়ক বিশ্বজাদের একার্মিক গ্রেক্তার অধুমণারীদের কুলনায় ধুযণারীদের কোভিড-১৯ সংক্রমণে মারাত্মকজাবে অসুস্থ হওরার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ই-দিপারেট ব্যবহারকারীত এর বাইরে নয়। পার্ববর্তী দেশ ভারতে নিবিদ্ধ করা হয়েছে ই-দিপারেট বিশ্বর অনেক দেশ ই-দিপারেটের ব্যবহার করীতা এর বাইরে নয়। পার্ববর্তী দেশ ভারতে নিবিদ্ধ করা হয়েছে ই-দিপারেট বিশ্বর অনেক দেশ ই-দিপারেটের ব্যবহার বিদ্ধে মাওয়ায় এর ভয়াবহাতা বুরুতে পেরেছে এবং আরও ৪৬ দেশ ই-দিপারেটি ক্রম-কিজমের ওপর বাধাবারকভা আরোলা করেছে। গ্রেমাল এডান্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০২৭ তথ্য অনুযায়ী, রাঙ্গাদেশে ৩, শতাংশ মানুয ই-দিপারেট ব্যবহার করে য়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব আমানেদের বানুয়াক করা সম্ভব আমানেটে নিবিদ্ধার বিকল্প নেই। বান্যায়েশক বেই। বাংলাদেশে

বাংলাদেশে ই-সিগারেট/হিটেড টোব্যাকো/ভ্যাপিং টোব্যাকো বা এ ধরনের পণ্য নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট আইন নেই।



সিগারেট নিষিদ্ধের এখনই সময়

নেই। কিন্তু ই-সিগারেট আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের কারণে তরুল প্রজন্মের এর শিকার হওুয়ার আশদ্ধা বেশি, যা জাতির জন্য সমূহ

হওয়ার আশস্কা বেশি, যা জাতির জন্য সমূহ ফতির কারণ হতে পারে। শিব্ব স্থায় সংস্কৃতি করা হোক না কেন, এ ধরনের পণ্যকে শরীরের জন্য ফতিকর হিসেবে ইচিতে করেছে। ইউএস সার্জন জেলারেল রিপোর্ট অনুমায়ী, ই-সিগারেট ব্যবহারে ঘার্ট এটাক, স্ট্রোক ও ফুসফুসের ক্ষতি হতে পারে। ই-সিগারেটে যে জ্পাদানভালো পাওয়া যায় সেওলোর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন সেল বিকল করাসহ কালার সৃষ্ঠির জন্য দারী। ই-সিগারেটের তরল মিশ্রনের (ই-লিকুইড) মধ্যে থাকে প্রোপেলিন গ্লাইসল, প্রসারির প্রিভিন্ন পশিইর্থিলিন গ্লাইসল, নার্মারির প্রসারির াপণারেরের তরল ।মপ্রপের (২-ালকুছড) বংগা থাকে প্রোপেলিন গ্রাইসল, গ্লিসারিন, পলিইখিলিন গ্রাইসল, নানাবিধ ফ্রেভার ও নিকোটিন। এই রাসায়নিকগুলো গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রপারেন্টের ধৌয়ার সমপরিমাণ ফরমালভিয়েইড উৎপন্ন হয়, যা মানব শরীরের রক্ত সঞ্চালনকে অসম্ভব ক্ষতি করে। ইতালির রক্ত সঞ্চালনকে অসম্ভব ক্ষাত করে। হতালের ন্ধান্ত মঞ্চালয়ে এক গরেশসার জানার, ই-সিগারেট কতিকর। তরনরা এটি ফাননের জন্য ব্যবহার করলেও এ থেকে অধ্যুশসায়ী ব্যক্তিদের ধূমপানের অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে। প্রত্যক্ষ ধূমপানের ফলে পরোস্কভাবে ধূমপানের স্বাস্থ্য ক্ষতির শিকার হয় বহু মানুয।

যেহেতু বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক সিগারেট এবং এর সঙ্গে সংশর্কিত সমজ উপাদান আমদানির ওপর নির্ভর করে এবং এবং কর্মস্ত এটি তৈরি বা উৎপন্ন তক হয়নি তাই এটি এদেশে নিইছক রা সহজ হরে এবং একংন নিইছক করার উপযুক্ত সময়। সারা বিশ্বের মধ্যে প্রথম ও এখনও পর্যন্ত প্রক্রার উলযুক্ত সময়। সারা বিশ্বের মধ্যে প্রথম ও এখনও পর্যন্ত করেকে। বার বাংলাদেশকে তামানা বাজ্বরানের পরে বাধা হতে বৃদ্ধি পাজে ই-সিগারেট বা এ ধরনের পণ্যের বাবহার। তাই সংসদ সদস্য হিসেকে আমি এই বিশ্বের প্রথমনামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্মণ করছি এবং তামাকের এই করাল প্রাস ধ্যেকে তক্তদ সমাজকের রক্ষাকরে কর্মসাকরে ই-সিগারেট বা এ ধরনের পথা নিইছক রা একজন্ত প্রথমনা আমানের এই করাল প্রাস ধ্যেকে ওকল সমাজকের ক্ষম্পরত করিক লাকার আমি করি বাক্তির করার একজন্ত প্রথমনা আমানের একট্য করার একজন্ত প্রথমনা আমানের একট্য করার একজন্ত প্রথমনা আমানের একট্য করার একজন্ত প্রথমনাজন । আমানের একট্য করার একজন্ত প্রথমনাজন । আমানের একট্য করার একজন্ত প্রথমাজন । আমানের একট্য তরার ভারতের প্রথমনা বর্মক সকরা একজন্ত প্রথমাজন । আমানের একট্য তরার ভারতের প্রথমনা বর্মক সকরা একজন্ত প্রথমাজন । আমানের একট্য তরার ভারতের প্রথমিক বরার একটা সকরার প্রথমিক প্রথমনার ভারতের প্রথমিক বরার ভারতের প্রথমনার প্রথমিক প্রথমনার বর্মক সকরা একজন্ত প্রথমনার আমানের কর্মন্ত সকরার একটা সকরার প্রথমিক প্রথমনার সকরার একজন্ত প্রথমনার ভারতের প্রথমনার বর্মক সকরার একজন্ত প্রথমনার ভারতের প্রথমিক বরার ভারতের প্রথমনার সকরার একটা সকরার একটা সকরার একজন্ত প্রথমনার সামানের সকরার ভারতের প্রথমনার সামানের সামানের সামানের সামানের সামানের সামানের সামানের সামানের সামানির সামানির সামানের সামানির সামান ও সঠিক পদক্ষেপ তামাকের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবে দেশের অমূল্য সম্পদ-আমাদের তরল সমাজকে।

লেখক: সংসদ সদস্য, ঢাকা-৬ আসন ও সাবেক মন্ত্রী এবং সদস্য, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

3. Newspaper: Daily Bangladesher Khobor Published Date: 07 February, 2021

Writer: Kazi Firoz Rashid, Member of Parliament, Dhaka-6 constituency and former Minister and Member, Standing Committee on Ministry of Liberation War Affairs and Ministry of Civil Aviation and Tourism.

দি শেরে খবর দ শরে খবর দেশের খবর

রোববার • ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ২৪ মাঘ ১৪২৭। ২৪ জমাদিউস সানি ১৪৪২

তারুণ্যের আকর্ষণ ই-সিগারেট নিষিদ্ধের এখনই সময়

কাজী ফিরোজ রশিদ



বাংলাদেশে ই-সিগারেট/হিটেড টোব্যাকো/ভ্যাপিং টোব্যাকো বা এ ধরনের পণ্য নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কোনো সনির্দিষ্ট আইন নেই। যেহেত বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক সিগারেট এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত উপাদান আমদানির ওপর নির্ভর করে এবং এখন পর্যন্ত এটি তৈরি বা উৎপন্ন শুরু হয়নি, তাই এটি এদেশে নিষিদ্ধ করা সহজ হবে এবং এখনই নিষিদ্ধ করার উপযুক্ত সময়

'হাত জাতি গঠনে জাতিব স্বায়া অতাল ওরুতুপূর্ণ। আজকের তরুণ দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। আমরা সবাই জানি, তামাক বা তামাকজাত দ্বা ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য মারায়ক ক্ষতিকর। আর ষাষ্ট্রবাকার তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বর্জনের বিকল্প নেই। কিন্তু ই-সিগারেট আকর্যণীয়ভাবে উপদ্থাপনের কারণে তরুণ প্রজন্মের এর শিকার হওয়ার আশব্দা বেশি, যা জাতির জন্ম

অন্ন শিক্ষা হওৱার লাকা লোক।
নাম্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হিট-নট-বার্শ বা ই-সিগারেট যে
নামেই অবহিত করা হোক না কেন, এ ধরনের
পণ্যকে প্রীরের জন্য ক্ষতিকর হিস্পেব চিহ্নিত পণ্যকে প্রীরের জন্য জঠকর হিসেবে চিহিন্ত করেছে। ইউন সার্জন কোরেল রিসোর্ট অনুযায়ী, ই-সিগারেট ব্যবহারে হার্ট আটোক, স্ট্রোক ও ফুসফুসের ক্ষতি হতে পারে। ই-সিগারেটে যে উপাননভারেলা পরিচার যায়, সেওবারে সাধ্যম পরীরের বিভিন্ন কেন বিকল করাসহ কানপার সুধির জন্য দায়ী। ই-সিগারেটের তরল মিরাগের (ই-সিকুইড) মধ্যে থাকে প্রোপ্রদিন ঘাইনল, মিসারিব, প্রিক্টিলিন ঘাইলল, নানারিব ব্রেজার ও নিকোটিন। করি রাম্যানিক্রেরা গ্রেম করেলা করে এই রাসায়নিকগুলো গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটের ধোঁরার সমপরিমাণ ফরমালভিহাইড উৎপন্ন হয়, যা মানব শরীরের রক্ত সঞ্চালনকে অসম্ভব ফতি করে। ইতালির মাদ্র্য মন্ত্রণালয়ের এক গবেষণায়

জানা যায় ই-সিগাবেট ক্ষতিকর। তক্তপরা এটি ফ্যাশনের জন্য ব্যবহার করলেও এ থেকে অধূমপায়ী ব্যক্তিদের ধূমপানের অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে।

প্রত্যক্ষ ধুমপানের ফলে পরোক্ষভাবে ধুমপানের স্বাস্থ্য ক্ষতির শিকার হয় বহু মানুষ। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সারা। বিশ্ব বর্তমানে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, তামাককে করোনা ভাইরাস সংক্রমণে সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ বিষয়ে জনায়াত্র বিশেষজনের একাধিক গবেষণা পর্যালোচনা করে ভরিউএইচও জানিয়েছে, অধুমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের কোভিড-১৯ সংক্রমণে মারাত্ত্রকভাবে অসুছ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ই-দিগারেট

ব্যবহারকারীরাও এর বাইরে নয়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ই-সিগারেট। বিশ্বের অনেক দেশে ই-সিগারেটের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় এর ভয়াবহতা বৃশ্বতে প্রেছে বাবাহার বেড়ে যাওয়ার এর জ্যানাহতা বৃধ্যতে পেরছে এবং ইত্যানধ্যে ৪২ দেশ ই-দিগারেটক সম্পূর্ণরূপে নিষ্কিছ করেছে এবং আরো ৮৫ দেশ ই-দিগারেট ক্রম-বিক্রয়ের ওপর বাধারাধকতা আরোগ করেছে। মোলাল আয়ালট টোলাকো লাগতে ১০০ তথা অনুযায়ী, বাংলাদেশে ০.২ শতাংশ মানুয ই-দিগারেট বাবাহার করে, যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আমাদের নতুন প্রজন্ম রুমার জার্থে এ মৃত্তেই ই-দিগারেট নিষ্কিত্রন নেই।

বাংলাদেশ ই-লিগারেউ/হিটেড টেলাকে/ডার্লিং টেবারেল বা এ ধরনের পণ্য নিষ্পোজার বিষয়ে জোনো সুনিদিউ আইন নেই। যেহেতু বাংলাদেশ ইলেডট্রিনফ নিগারেউ এবং এর সাধ্যে সম্পর্কিত সমস্ত উপাদান আমদানিত ওপর নির্ভ্ত করে এবং এখনদ পর্যন্ত এটি তৈরি বা উৎপার শুরু হয়নি, তাই এটি এদেশে নিষিদ্ধ করে সহত্ত হবে এবং এখনদি নিষিদ্ধ করার উপায়ুক সময়। সারা বিষয়ের সাধ্যে প্রথম এখ এখন পর্যন্ত একার ক্ষায় ভাষারেশ— মাননীয় প্রথমনারী শেষ হানিলা রাজ ক্ষোমতে করে বেয়ালা নিয়েকে, ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তানাকমুক্ত করাকো। কিন্তু তার এই রহা বাংলাদেশকার তানাকমুক্ত করাকো। কিন্তু তার এই রহা বাংলাদেশকার তানাকমুক্ত করাকো। কিন্তু তার এই রহা বাংলাদেশকার তানাকমুক্ত বাংলাদেশে ই-সিগাবেট/হিটেড টোব্যাকো/ভ্যাপিং করবেশ। বিশ্ব এর এই রব বা যোগা বাওবার্যনের প্রথম বাবা হতে কুল্ব প্রান্থেই - বিশ্বর বার্বার এই বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তামারের এই করার তাম থেকে তর্তা শারাক্তর করা করতে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে ই-বিশারেট বা এ ধরনের পণ্য নিষিদ্ধ করা একার প্রস্তার প্রয়োজন। আমাদের একটু সতর্কতা এবং সঠিক পদক্ষেপ

তামাকের ফতির হাত থেকে রক্ষা করবে দেশের অমূল্য সম্পদ– আমাদের তরুণ সমাজকে।

লেখক : রাজনীতিক এবং সংসদ সদস্য, ঢাকা-৬

4. Newspaper: Daily Alokito Bangladesh

Published Date: 15 February, 2021

Writer: Kazi Firoz Rashid, Member of Parliament, Dhaka-6 constituency and former Minister and Member, Standing Committee on Ministry of Liberation War Affairs and Ministry of Civil Aviation and Tourism.



সোমবার ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১

तिकिः नर-किंव ७১৯৮ | वर्ष ১১ সংখ্যা ১৬৭ | २ काझून ১৪২৭ | २ तकर ১৪৪২

আইন সংশোধন করে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করতে হবে



কাজী ফিরোজ রশিদ

সংসদ সদস্য
ঢাকা-৬ আসন ও সাবেক মন্ত্রী
এবং সদস্য মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক
মন্ত্রণালয় ও বেসামরিক বিমান
পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
সংস্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

উন্নত জাতি গঠনে জাতির স্বাস্থ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের তরুণ ভবিষ্যৎ দেশের কর্ণধার। আমরা সবাই জানি, তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আর স্বাস্থ্যরক্ষায় তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বর্জনের বিকল্প নেই। কিন্তু ই-সিগারেট আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের কারণে তরুণ প্রজন্ম এর শিকার হওয়ার আশঙ্কা বেশি, যা জাতির জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হিট-নট-বার্ন বা ই-সিগারেট যে নামেই অবহিত করা হোক না কেন, এ ধরনের পণ্যকে শরীরের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইউএস সার্জন জেনারেল রিপোর্ট অনুযায়ী, ই-সিগারেট ব্যবহারে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক ও ফুসফুসের ক্ষতি হতে পারে। ই-সিগারেটে যে উপাদানগুলো পাওয়া যায়, সেগুলোর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন সেল বিকল করাসহ ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী। ই-সিগারেটের তরল মিশ্রণের (ই-লিকুইড) মধ্যে থাকে প্রোপেলিন গ্রাইসল, গ্রিসারিন, পলিইথিলিন গ্রাইসল, নানাবিধ ফ্রেভার ও নিকোটিন। এই রাসায়নিকগুলো গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়ার সমপরিমাণ ফরমালডিহাইড উৎপন্ন হয়, যা মানব শরীরের রক্ত সঞ্চালনকে অসম্ভব ক্ষতি করে। ইতালির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক গবেষণায় জানা যায়, ই-সিগারেট ক্ষতিকর। তরুণরা এটি ফ্যাশনের জন্য ব্যবহার করলেও এ থেকে অধূমপায়ী ব্যক্তিদের ধূমপানের অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে। প্রত্যক্ষ ধূমপানের ফলে পরোক্ষভাবে ধূমপানের স্বাস্থ্য ক্ষতির শিকার হয় বহু মানুষ। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সারা বিশ্ব বর্তমানে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা,

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ই-সিগারেট। বিশ্বের অনেক দেশ ই-সিগারেটের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় এর ভয়াবহতা বুঝতে পেরেছে এবং এরই মধ্যে ৪২ দেশ ই-সিগারেটকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে

তামাককে করোনাভাইরাস সংক্রমণে সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ বিষয়ে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একাধিক গবেষণা পর্যালোচনা করে ডব্লিওএইচও জানিয়েছে, অধুমপায়ীদের তুলনায় ধুমপায়ীদের কোভিড-১৯ সংক্রমণে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ই-সিগারেট ব্যবহারকারীরাও এর বাইরে নয়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ই-সিগারেট। বিশ্বের অনেক দেশ ই-সিগারেটের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় এর ভয়াবহতা বুঝতে পেরেছে এবং এরই মধ্যে ৪২ দেশ ই-সিগারেটকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে এবং আরও ৫৬ দেশ ই-সিগারেট ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। গ্রোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭ তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ০.২ শতাংশ মানুষ ই-সিগারেট ব্যবহার করে, যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আমাদের নতুন প্রজন্ম রক্ষার স্বার্থে এ মুহুর্তে ই-সিগারেট নিষিদ্ধের বিকল্প নেই। বাংলাদেশে ই-সিগারেট/হিটেড টোব্যাকো/ভ্যাপিং টোব্যাকো বা এ ধরনের পণ্য নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট আইন নেই। যেহেতু বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক সিগারেট এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত সব উপাদান আমদানির ওপর নির্ভর করে এবং এখন পর্যন্তও এটি তৈরি বা উৎপন্ন শুরু হয়নি. তাই এটি এদেশে নিষিদ্ধ করা সহজ হবে এবং এখনই নিষিদ্ধ করার উপযুক্ত সময়। সারা বিশ্বের মধ্যে প্রথম ও এখনও পর্যন্ত একমাত্র উদাহরণ- 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বপ্ন দেখেছেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন যে, ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করবেন। কিন্তু তার এই স্বপ্ন বা ঘোষণা বাস্তবায়নের পথে বাধা হতে পারে ই-সিগারেট বা এ ধরনের পণ্যের ব্যবহার। তাই সংসদ সদস্য হিসাবে আমি এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তামাকের এই করাল গ্রাস থেকে তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে ই-সিগারেট বা এ ধরনের পণ্য নিষিদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করছি। আমাদের একটু সতর্কতা ও সঠিক পদক্ষেপ তামাকের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবে দেশের অমূল্য সম্পদ- আমাদের তরুণ সমাজকে।